মন্ত্রণালয়/বিভাগ: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মাসের নাম: ফেব্রুয়ারি-২০২১ খ্রিঃ।

বর্তমান মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা		গত মাসের জের	মোট (১+২)	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ *	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	মন্তব্য
পত্র/দরখাস্তযোগে	অনলাইনে						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	০০	২২	০১	০৬	ক) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের গত ২২/০৬/২০২০ তারিখের ১৮.১৫.০০০০.০২০.১৮.০২৪.১৭.৪০০ নং স্মারকে বেনাপোল স্থলবন্দরে কর্মরত কর্মকর্তা /কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তিতে বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রাপ্যতার বিষয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিতে অডিট অফিসার জনাব মোহাম্মদ আমান উল্লাহ-কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গত ২৯/০৬/২০২০ তারিখে বেলা ০৩.০৪ মিনিটে তার মোবাইল ফোনে জনাব এনামুল হক মোল্লা নামে পরিচয় দিয়ে ০১৭৭৫-৪২৫২৪৭ নম্বর হতে একটি কল আসে এবং কলে বকেয়া বেতন ভাতা প্রদানে তিনি বাধা দিচ্ছেন মর্মে জনাব মোহাম্মদ আমান উল্লাহ-কে জীবননাশের হুমকি দেন ও তার বাবা মা সম্পর্কিত অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করায় জনাব মোঃ এনামুল হক মোল্লা এর বিরুদ্ধে বাস্থবকের চাকুরি প্রবিধানমালা অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অডিট অফিসার জনাব মোহাম্মদ আমান উল্লাহ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেন। খ) বেনাপোল স্থলবন্দরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তিতে বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রাপ্যতার বিষয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিতে জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)-কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গত ২৯/০৬/২০২০ তারিখে বেলা ০৩.১১ মিনিটে তার মোবাইল ফোনে ০১৭৭৫৪৭২৫৪৭ নম্বর হতে একটি কল আসে এবং উক্ত কলে জনাব এনামুল হক মোল্লা, ট্রাফিক পরিদর্শক পরিচয় দিয়ে বলেন যে, বকেয়া বেতন ভাতার কমিটির মধ্যে তিনি	১৭	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ৫টি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এর ৪টি, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) এর ০৫টি, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ২টি এবং নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের ০১ টি অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ রয়েছে। অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

					এবং আমানউল্লাহ, অডিট অফিসার বাধা দিচ্ছেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষয়ে অশালীন কথাবার্তা বলেন। ৩০/০৬/২০২০ তারিখ পুনরায় আনুমানিক রাত ১০.১৭ ঘটিকায় জনাব আমান উল্লাহ কর্তৃক তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে তার কাছে জানতে চান। জনাব এনামুল হক মোল্লা সভার আলোচ্য বিষয় নিয়ে ভূয়া, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট তথ্য প্রদান করে কমিটির চলমান কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ ও প্রশ্নবিদ্ধ করে বিধায় সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান কমিটি হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর অনুরোধ করেন। 'ক' ও 'খ' অভিযোগের বিষয়ে প্রাথমিক তদন্তের জন্য উপ-পরিচালক (ট্রাফিক)-কে তদন্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত জনাব এনামুল হক মোল্লা, ট্রাফিক পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে গত ২৯-১১-২০২০ তারিখ বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে। বর্তমানে মামলা চলমান রয়েছে। (গ) 'দৈনিক নওয়াপাড়া' পত্রিকায় গত ২৪-০৮-২০২০ তারিখে "বেনাপোলে ট্রাফিক পরিদর্শক এনামুলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ" শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। বেনাপোল স্থলবন্দরের ট্রাফিক পরিদর্শক জনাব এনামুল হক মোল্লা প্রায় একযুগ ধরে বন্দরের ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড-৩১ নিজের দখলে রেখে নানা অপকর্ম চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়। বিষয়টি তদন্তের জন্য বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক (ট্রাফিক) অঃ দাঃ জনাব আবদুল জলিল-কে ১৭-০৯-২০২০ তারিখ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ঘ) বেনাপোল স্থলবন্দরের উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) জনাব মোঃ মামুন কবির তরফদার এর বিরুদ্ধে অবৈধ টাকা গ্রহণ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ ট্রাফিক পরিদর্শক জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান বন্দর প্রধানের ফরোয়ার্ডিং ছাড়াই এ কর্তৃপক্ষ বরাবর সরাসরি দাখিল করেন। বিষয়টি তদন্তের জন্য বেনাপোল স্থলবন্দরের		

					পরিচালক (ট্রাফিক) অ:দা: জনাব আবদুল জলিল-কে ১৩-১০-২০২০ তারিখ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। উল্লেখ্য, 'ক হতে ঘ' এ বর্ণিত অভিযোগগুলো অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৫ (পরিমার্জিত-২০১৮) এরঅনুচ্ছেদ-৪এ অভিযোগের প্রকৃতিতে বর্ণিত নাগরিক অভিযোগ, অভ্যন্তরীণ অভিযোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক/ দাপ্তরিক অভিযোগের পর্যায়ে পড়ে না। কাজেই অভিযোগগুলো পৃথকভাবে দপ্তর হতে ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		

(এ. কে. এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী)
অতিরিক্ত সচিব(সংস্থা-১)
ও
অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)
ফোন: ৯৫১৪৮৮৫

* প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে।

* প্রয়োজনে পূর্ববর্তী মাসের জের হিসেবে কলাম সংযুক্ত করা যাবে।